রাজকুমার

[শিশু-উপন্যাস]

ডিরেক্টর বাহাদুর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের যাবতীয় স্কুলের জন্য
প্রাইজ ও লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত
[কলিকাতা গেজেট, ২৩শে মে, ১৯৪০]

শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত

মূল্য ছয় আনা

উপহার

উৎসর্গ

মা ও বাবার

শ্রীচরণকমলেষু

তোমাদের

খোকা

রাজকুমার

এক

একটা গল্প বলি শোন।

কি বল্‌লে রূপকথা ?

হাঁ গো হাঁ, তাই ত বল্‌ছি !

এই যে আজ আমায় দেখ্‌ছ, আমিও একদিন তোমাদের মতই ছোট্টটি ছিলাম এবং রেতের বেলা যখন আস্তে আস্তে সব নিঝুম হ'য়ে আস্‌ত, বাইরে অন্ধকারের বুকে ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁ-ঝিঁ ক'রে বাজনা বাজাত, তখন তোমাদের মতই চুপটি ক'রে মার কোলে

শুয়ে শুয়ে রূপকথা শুন্‌তাম। কত দেশের রাজকুমার, ভিন্ দেশের রাজকুমারীদের জন্য, আমার মনের মাঝে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছুটিয়ে, ময়ূরপঙ্খী নাও সাজিয়ে যাওয়া-আসা করত।

কতদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখেছি, আমিও যেন এক স্বপনপুরীর রাজকুমার—মেঘের সাথে পাল্লা দিয়ে আমার দুধের মত শাদা ঘোড়া ছুট্‌ছে সেই মেঘবরণ কন্যা আর কুচবরণ চুল যার—তারই দেশের দিকে!

... ...

কে জান্‌ত বল—সেই স্বপ্ন একদিন সত্যি হ'য়ে আমার এই জীবনেই দেখা দেবে এবং সেদিন খুব বেশীদূর নয়!

আমার বয়স যখন মাত্র নয় বৎসর, সেই সময় হঠাৎ একদিন আমার বাবা সন্ন্যাস-রোগে মারা গেলেন।

আমাদের অবস্থা কোন দিনই ভাল ছিল না। বাবা অনেক দেনা রেখে গেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেই পাওনাদাররা পোকার মত এসে মাকে ছ'কে ধর্‌ল—চারদিক থেকে। জিনিসপত্র আমাদের যা ছিল সে-সব বেচে, আর নগদ টাকাকড়ি যা ছিল তা' দিয়ে, মা বাবার সব দেনা শোধ ক'রে দিলেন।

তারপর একদিন অন্ধকার থাকৃতেই মার আঁচল ধ'রে আমি—মার সাথে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালাম। ঘুমে চোখ দুটো তখনও জড়িয়ে আস্‌ছিল। মাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'কোথায় যাচ্ছ মা?'

মা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন,—'বাঁধাঘাটে, তোমার দাদার···না-না, তোমার মাসীর বাড়ী।'

রেলে চেপে—প্রায় তিন ক্রোশ রাস্তা পায়ে হেঁটে—ক্ষিদে-তেষ্টায় কাতর হ'য়ে, বৈকালের দিকে আমরা গিয়ে এক প্রকাণ্ড রাজপুরীর সাম্‌নে দাঁড়ালাম।

গল্পে শোনা রাজপুরীর মতই সেই বাড়ী; উঁচু তার মাথা—যেন নীল আকাশের বুক চিরে ওপরের দিকে ঠেলে উঠেছে! কোথা হ'তে মধুর বাঁশীর আলাপ কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। বৈকালের অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া আমার ক্লান্ত দেহকে যেন জুড়িয়ে দিল। মার পিছু পিছু মহালের পর মহাল পার হ'য়ে, শেষটায় ভেতরে গিয়ে ঢুক্‌লাম।

এক জায়গায় অনেকগুলো মেয়েমানুষ ব'সে গল্প কর্‌ছিলেন। আমি আর মা সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই তাঁদের সকলের নজর পড়্‌ল আমাদের দিকে।

তাঁদের মধ্যে একজন আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন,— 'বাঃ কি সুন্দর ছেলেটি! তোমরা কে গা?—কোথা হ'তে আস্‌ছ?'

মা বল্‌লেন,—'আমরা হরিণগাঁ থেকে এসেছি।...'

ওঃ, জিতেনের ছেলে তুমি!

একজন সুন্দরমত স্ত্রীলোক এগিয়ে এসে বল্‌লেন,— 'হরিণগাঁর কাদের বাড়ী থেকে?'

এবারে আমিই মার আগে যেয়ে জবাব দিলাম,— 'হরিণগাঁর জিতেনবাবুর ছেলে আমি।'

—'ওঃ! জিতেনের ছেলে তুমি!'

তারপর পরিচয় হ'য়ে গেল। বুঝ্‌লাম সেই সুন্দরমত স্ত্রীলোকটি আমার মাসীমা।

আমরা সেই বাড়ীতেই আশ্রয় পেলাম। ছোটবেলায় মার মুখে দাদামশাইর বাড়ীর গল্প শুনেই এসেছি; কিন্তু এখানে আসার সৌভাগ্য কোন দিনও আমার হয় নি।

কিন্তু আজ এখানে এসে দেখ্‌লাম, মার মুখে যা শুনেছিলাম, এ তার চাইতেও অনেক—অনেক বেশী।

একটা প্রশ্ন অনেক দিন আমার মনে জেগেছে, যার দাদু বড়লোক—তার মা এত গরীব কেন? ইচ্ছা কর্‌ত মাকে কথাটা জিজ্ঞেস করি; কিন্তু সাহস হ'ত না। পরে বড় হ'য়ে অবশ্য জেনেছিলাম,—আমার বাবার ব্যবহারে দাদামশাই অসন্তুষ্ট হ'য়ে মাকে তাঁর ধন-সম্পত্তি থেকে একেবারে বঞ্চিত করেছিলেন, এক পয়সাও তাঁকে দেন নি। বড় মেয়েকে সব সম্পত্তি দিয়ে নিজের বাড়ীতেই রেখে যান।...

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, চেয়ে দেখি ভোরের সোনালী আলোয় ঘর ভ'রে গেছে। ভোরের হাওয়ায় শীত-শীত কর্‌ছিল, গায়ের কাপড়টা একটু ভাল ক'রে টেনে আবার ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু ঘুম

এল না—শুয়ে শুয়ে এলোমেলো চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলাম।

কে ডাক্‌ল,—'খোকাবাবু, বাবু তোমায় ডাক্‌ছেন।'

চেয়ে দেখি একজন ঝি আমার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। চোখ রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে তার সাথে ওপরের একটা ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম।

ঘরে চৌকীর ওপর একজন মোটা সোটা ভদ্রলোক বসেছিলেন, আর তাঁর পায়ের তলায় আমার মা মুখ নীচু ক'রে ব'সে এবং তাঁর পাশে ব'সে মাসীমা।

আমায় ঘরে ঢুক্‌তে দেখেই ভদ্রলোক স্নেহমাখা স্বরে মাকে বল্‌লেন,—'এই বুঝি তোমার ছেলে অনু!—'

মা মাথাটা একটি বারের জন্য তুলে আবার নামিয়ে নিলেন।

—'এস ত খোকা, তোমার নাম কি?'

আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছে এগিয়ে গেলাম, বল্‌লাম, —'আমার নাম নিমাই।'

—'আমি তোমার কে হই বলত?—'

আন্দাজে ভর ক'রে জবাব দিলাম,—'মেসোমশাই!'

'ঠিক বলেছ বাবা'—ব'লে তিনি হোঃ-হোঃ ক'রে

হাস্‌তে লাগ্‌লেন; তারপর হাত বাড়িয়ে আমায় বুকের মাঝে টেনে নিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

মার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম তাঁর চোখের কোণ দুটি ছল্‌ছল্‌ করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখের পাতা দুটিও ভিজে এল।

দুই

সেদিন রাত্রে খাওয়ার জন্য দাসী যখন আমায় ডাক্‌তে এল, তখন মার কোলের কাছটিতে শুয়ে শুয়ে গল্প কর্‌ছিলাম তাঁর সাথে।

শাদা ধব্‌ধবে মার্‌বেল পাথরে মোড়া মেঝে।

উজ্জ্বল ঝাড়ের মসৃণ কাচের আবরণ ভেদ ক'রে সোনালী আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। চোখ যেন ধাঁধিয়ে দেয়।...উঃ! এত আলো! মনে পড়্‌ল আমাদের সেই মাটির প্রদীপ-জ্বালা আধো-আলো আধো-ছায়ায় ঘেরা সেই ছোট্ট কুঁড়েঘরখানির কথা।

ম্লান সে আলো, তবু বুঝি সে কত স্নিগ্ধ—যেন এক টুক্‌রো স্বপ্ন!

খেতে গিয়ে দেখ্‌লাম, মেঝেতে পাশাপাশি দু'খানি আসন পাতা রয়েছে। আসনের সাম্‌নেই প্রকাণ্ড দুই

থালে ভাত বেড়ে রাখা হয়েছে। ছোট বড় মাঝারি অসংখ্য চক্‌চকে বাটিতে কত বিভিন্ন ব্যঞ্জনাদি একটার পর একটা সাজান।

মেসোমশাই ব'সে বোধ হয় আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন; আমায় দেখে বল্‌লেন,—'এই যে বাবা, এস। খেতে বস।'

আসন ত নয়—যেন পাখীর পালকের সুন্দর নরম গদি—কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেছে!

ভাত ভাঙ্‌তেই ভুর্‌-ভুর্‌ ক'রে একটা সুগন্ধ ভেসে এল নাকে; কিন্তু এত সুস্বাদু সব জিনিস, সে-রাত্রে কিন্তু আমার মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না।

এর চাইতে বুঝি সেই প্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল মাটির দাওয়াটিতে ব'সে সেই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে মার হাতে তুলে দেওয়া শুধু ডাল-মাখা মোটা চালের ভাতের গ্রাস যেন আরও ভাল লাগে!

... ...

খোলা জান্‌লার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, বাইরের দিকে চেয়ে ছিলাম। শীতের কুয়াসাভরা থম্‌থমে নিঝুম রাত্রি।

আকাশে যদিও চাঁদ উঠেছিল, কুয়াসায় চাঁদের

আলো ম্লান, অস্পষ্ট। জান্‌লার ঠিক নীচেই প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। নানা জাতীয় মর্‌শুমী ফুলে বাগানের ছোট-বড় গাছগুলো সব ভ'রে গেছে। এ যেন সুদূর নীলিমার একটুক্‌রো স্বপন—মাটির ধূলায় কে যেন বিছিয়ে দিয়ে গেছে! কোথায় কোন পাতার আড়ালে থেকে, একটা পাপিয়া কেবলই পিউ-পিউ ক'রে ডাক্‌ছিল।

এখানকার এত সব চোখ-ঝল্‌সান চাক্‌চিক্যের বাইরে এ বাগানটা যেন আমার সেই গ্রামে ফেলে-আসা সোনার স্বপনের একটুখানি!

কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক মনে নেই, হঠাৎ যেন কার নরম দুটি হাতের স্পর্শ পিঠের ওপর পেলাম। সঙ্গে সঙ্গেই একটা করুণ শব্দ হ'ল—'নিমাই!'

চেয়ে দেখি মা দাঁড়িয়ে। সেই আব্‌ছা আলো-ছায়ায় মনে হ'ল তাঁর চোখ দুটি যেন জলে টল্‌মল্‌ কর্‌ছে।

দুই হাতে মাকে গভীর স্নেহে আঁকড়ে ধ'রে ডাক্‌লাম, —'মা-মণি!'

আমার মাথার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে মা বল্‌তে লাগ্‌লেন—'মানুষের দুঃখটাই কিন্তু সব নয় নিমাই! ভগবান আমাদের দুঃখের ভেতর দিয়েই চালিয়ে নিয়ে

সত্যিকারের মানুষ ক'রে তোলেন। সুন্দর একটা মাটির খেলনা, সে দেখ্‌তে যত ভালই লাগুক, হাতের থেকে খ'সে পড়্‌লেই তা ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে যায়।

বিদ্যাসাগরের কথা তোমার মনে আছে? প্রথম বয়সে তাঁদের দিন কত দুঃখ ও চোখের জলের ভেতর দিয়ে কেটেছে! পড়্‌বার জন্য ঘরে আলো পান নি, রাত জেগে জেগে রাস্তার গ্যাসের আলোয় তাঁকে পড়া তৈরী কর্‌তে হয়েছে। ছোটবেলায় তিনি অত দুঃখেও অধীর না হ'য়ে অত যত্নে নিজেকে নিজে চালাতে পেরেছিলেন ব'লেই পরে তিনি "বিদ্যাসাগর" হ'তে পেরেছিলেন। লোকে তাঁকে বল্‌ত "দয়ার সাগর"!

দুঃখ পেলে যেমন কেঁদে ভাসাতে নেই, তেমন খুব একটা আনন্দ পেলেও আহ্লাদে আটখানা হ'তে নেই।

তুমি চিরকাল এমনি ছোটটিই থাক্‌বে না, আস্তে আস্তে বড় হ'য়ে উঠ্‌বে। গাছের ফুলটা যেমন চিরকাল অমনি সুন্দর থাকে না, একদিন না একদিন শুকিয়ে গাছের নীচে প'ড়ে যায়ই, তেমনি আজকের কষ্ট বা আজকের এত আনন্দ কখনও চিরদিন থাক্‌বে না— একদিন না একদিন ফুরিয়ে যাবেই।

দিনের পর যেমন রাত্রি আসে, তেমনি দুঃখের পর আসে আনন্দ; আবার আনন্দ ফুরিয়ে গেলেই কষ্ট এসে হাজির হয়।

মনে রেখো, তুমি যেমন আমার ছোট নিমাইটি—তেমনি তুমি, আমি, সকলে আমরা ভগবানের ছোট ছোট সব নিমাই।

তুমি দুষ্টুমি করলে যেমন আমার কষ্ট হয়, আমি কাঁদি, তেমনি আমরাও যদি দুষ্টুমি বা অন্যায় করি তা' হ'লে ভগবান কষ্ট পান, তিনি কাঁদেন!'…

এসব কথা ব'লে মা একটুখানি থাম্‌লেন। তখন সদরের পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে একে একে এগারোটা বেজে গেল।

জান্‌লা দিয়ে একটা শির্‌শিরে হাওয়া এসে গায়ে লাগায় শীত-শীত কর্‌ছিল।

মা নীচু হ'য়ে আমার কপালে গভীর স্নেহে একটা চুমু দিয়ে বল্‌লেন,—'চল বাবা, রাত হ'ল, ঘুমোবি আয়!'

মার সাথে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়্‌লাম।

তিন

প্রথম কয়টা দিন ত বাড়ীটা ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে দেখ্‌তেই কেটে গেল। বহু পুরাকালে, বাড়ীর কর্ত্তাদের মধ্যে কে একজন নাকি 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন, সেই থেকে এঁদের সকলে 'রাজাবাবু' ব'লেই ডাকে, আর এ-বাড়ীর বড় ছেলেকে বলে **রাজকুমার**।

বড় বড় সব মহাল এবং এক একটা মহালের এক একটা নাম। হাতী-শালে হাতী, ঘোড়া-শালে ঘোড়া, গো-শালে গরু। সকালবেলা প্রথম সূর্য্যের আলো মেঘের তোরণ হ'তে রাজবাড়ীর সোনার গম্বুজে ঠিক্‌রে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে নহবৎখানায় বেজে ওঠে শানাইয়ের বুকে করুণ ভৈরবী। প্রহরে প্রহরে পেটা-ঘড়ি বাজে ঢং-ঢং— চারদিক বিঘোষিত ক'রে। দিন-রাত অতিথিশালে অতিথিদের আনাগোনা চলে। তারপর দিনের আলো যখন ধীরে ধীরে ক'মে আসে, গাছের পাতায় পাতায়

শেষবারের মত ছোঁয়া দিয়ে মিলিয়ে যায়—আবার তখন নহবৎখানায় শানাই বেজে উঠে মধুর পূরবীতে। এভাবে দিন আসে—দিন যায়।

মনে হ'ত—কেমন ক'রে হঠাৎ এই স্বপ্ন-রাজ্যে ছিট্‌কে এসে পড়েছি!

সমস্ত দিনটা যে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কেটে গিয়ে রাত ঘনিয়ে আস্‌ত, তা টেরই পেতাম না। এমনি ক'রে স্বপ্নের মত দুটো মাস কেটে গেল। তার মধ্যে কয়েকটা জিনিস আমার চোখে পড়্‌ল।

মেসো-মাসীর কোন ছেলে-পিলে ছিল না, সেজন্য তাঁদের মনে একটুকুও আনন্দ ছিল না। মাসীমাকে ত প্রায়ই আমার মার কাছে দুঃখ করতে শুন্‌তাম আর মেসোমশাই ও মাসীমা যেন বাড়ীর অন্যান্য ছোটদের থেকে আমাকেই একটু বেশী ভালবাস্‌তেন।

প্রায়ই আমার জন্য কত সুন্দর সুন্দর খেলনা, কাপড়, জামা আস্‌ত। বাড়ীর অন্য ছোটদের থেকে আমার খাওয়ার ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট প্রভেদ ছিল। তাদের এ যত্ন-ভালবাসার জন্য আমার নিজেরই যেন কেমন একটু বাধো-বাধো ঠেক্‌ত; কিন্তু ক্রমে তা স'য়ে গেছিল!

আমাকে পড়াবার জন্য একজন মাস্টার রাখা হয়েছিল, তাঁর নাম নিশীথবাবু। তাঁকে আমার ভারি ভাল লাগ্‌ত। তিনিও আমায় ভালবাস্‌তেন খুব। তিনিই ছিলেন আমার গার্জ্জেন টিউটার। তিনি দেশ-বিদেশের কত সুন্দর সুন্দর গল্প বল্‌তেন। তিনি এ-বাড়ীতেই থাক্‌তেন। সকালে সন্ধ্যায় তিনি শুধু আমায় নিয়মিত পড়াতেন।

দুপুরে স্কুলে যেতাম। স্কুল হ'তে এলে মাসীমা নিজে এসেই যত্ন ক'রে নিজ হাতে আমায় খাইয়ে যেতেন। তারপর চাকর হারুর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম। প্রথম প্রথম মাসীমার হাতে খাবার খেতে আমার বড্ড লজ্জা কর্‌ত, কিন্তু মাসীমার ব্যবহারে ক্রমে সেই লজ্জা কেটে যেতে লাগ্‌ল। বিকালে বেড়াতে বেরুবার আগেও মাসীমা নিজ হাতে আমায় পোষাক পরিয়ে দিয়ে যেতেন। পোষাক পরান হ'লে ভিজে তোয়ালে দিয়ে আমার মুখ মুছিয়ে কপালে কাজলের টিপ দিয়ে যখন সাজিয়ে দিতেন, তখন ঘরের বড় আয়নার দিকে চেয়ে আমার মনে হ'ত আমি যেন কোন হারিয়ে-যাওয়া এক রাজকুমার, এতদিন পর নিজের দেশে ফিরে এসেছি!

সারাদিনের মধ্যে মার সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা

হ'ত। রাত্রে খাওয়া দাওয়া—সেও আমার মেসোমশাইর পাশটিতে ব'সেই শেষ করতে হ'ত। প্রকাণ্ড থালা ভ'রে বামুনঠাকুর ভাগে ভাগে সব বেড়ে দিয়ে যেত। মাসীমা আগাগোড়াই আমাদের খাওয়ার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন, আর আমাদের খাওয়ার তদারক কর্‌তেন। মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম—মাও দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। খাওয়া দাওয়ার পর শুতে যেতাম; গভীর রাত্রে কখন যে মা আমার পাশটিতে এসে শুতেন, তা টেরও পেতাম না। কখনও ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখ্‌তাম—মা দুই হাত দিয়ে আমায় বুকের মাঝে টেনে নিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়্‌তাম। পরের দিন দাসীর ডাকে যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ত, দেখ্‌তাম—মা পাশে নেই, শয্যা খালি—ভোরের শানাইর করুণ রাগিণী আকাশ ভ'রে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে।

এমনি ক'রে আরও অনেকগুলো দিন কেটে গেল। আমার ওপরে মেসোমশাই ও মাসীমার ভালবাসা যেন ক্রমে গভীর হ'তে লাগ্‌ল। এ-বাড়ীর চাকর-বাকরেরাও যেন আমাকে মেসোমশাইর মত মান্য ও ভয় কর্‌ত—যেন আমি মেসোমশাইর চাইতে কোন অংশে কম নই। আজ মনে পড়ে,—অনেক সময় ইচ্ছা ক'রেই তাদের

অযথা খাটিয়ে নিয়েছি, হয়ত কোন দোষ নেই—মিছামিছি তাদের বকেছি, বকুনি খাইয়েছি। একটা চাকর একদিন আমার একটা জিনিস আন্‌তে একটু দেরী করেছিল, মাসীমাকে সেই কথা ব'লে দিয়েছিলাম। আমি কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে-কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা মাষ্টারের কাছে সবে পড়্‌তে ব'সেছি, সহসা একটা কান্নার কাতর শব্দ কানে এসে বাজ্‌ল। ছুটে বাড়ীর ভেতর গেলাম। গিয়ে দেখি সকালবেলার সেই চাকরটিকে দারোয়ান একগাছি সরু লিক্‌লিকে বেত দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার কর্‌ছে। সে বেচারা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে কাদাতে লুটোপুটি খেয়ে চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌ছে! উঃ! সে কী কান্না! মেসোমশাই ওপরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আদেশ কর্‌ছেন,—'মার, মার!...'

এমন সময় হঠাৎ আমায় সেখানে দেখ্‌তে পেয়ে সেই চাকরটা ছুটে এসে পাগলের মত আমার পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে বল্‌ল,—'দাদাবাবু, আমায় বাঁচান।'

মেসোমশাই কঠোর-স্বরে বল্‌লেন,—'চা বেটা, বাবুর কাছে ক্ষমা চা; বল আর কখনও কথা অমান্য কর্‌বি নে, এবার থেকে যা বল্‌বে তাই শুন্‌বি।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা জলের মতই আমার কাছে সরল হ'য়ে গেল। সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে মেসোমশাইর আদেশ-মতই প্রতিজ্ঞা কর্‌ল।

সকালে মাসীমার কাছে নালিশ কর্‌বার সময় যদি ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে পার্‌তাম, ব্যাপারটা এতদূর গড়াবে, তা' হ'লে কখনই নালিশ কর্‌তাম না। সব ব্যাপার দেখে লজ্জায় যেন আমারই মাথা মাটিতে মিশিয়ে যেতে লাগ্‌ল। ছিঃ! ছিঃ! আমি কি অন্যায় করেছি!

সেখান থেকে চ'লে আসার পথে, মায়ের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। বারান্দায় টাঙ্গানো আলোয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের রক্ত যেন সব জল হ'য়ে গেল। মা শুধু একবার মাত্র তীব্রভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সেখান থেকে চ'লে গেলেন।

... ...

সে-রাত্রে সমস্ত খাবার যেন আমার মুখে কেমন বিশ্রী লাগ্‌তে লাগ্‌ল। মাসীমা কত অনুযোগ কর্‌তে লাগ্‌লেন,—'নিমু, তুই যে কিছুই খাচ্ছিস্ না বাবা, তোর কী ক্ষিদে নেই?''

কোন মতে আহার শেষ ক'রে বিছানায় গিয়ে শুয়ে

পড়্লাম। কিন্তু সে-রাত্রে একটি বারের জন্য চোখে ঘুম এল না। আর একটা আশ্চর্য্য—মা সেদিন আমার ঘরে শুতে এলেন না।

এক সময় ভোর হ'য়ে গেল—আমিও বিছানা ছেড়ে উঠে' পড়্লাম।

মার সঙ্গে যে দেখা হ'ল না তার জন্য মনে বড়ই অসোয়াস্তি অনুভব কর্লাম ; কেননা, গত রাত্রের আমার সে কুণ্ঠাটা তখনও ভাল ক'রে কাটে নি।

চার

এখানে আসার চার-পাঁচ মাস পরের কথা।

আজ ক'দিন থেকেই দেখ্‌ছিলাম—মা, মাসীমা ও মেসোমশাই এক ঘরে ব'সে কি বিষয় নিয়ে যেন প্রায় সব সময়ই কথাবার্ত্তা বলেন। একদিন অত্যন্ত কৌতূহল হ'ল। সেদিনটা রবিবার থাকায় স্কুলও বন্ধ ছিল।

মাসীমা প্রভৃতি যে ঘরে কথাবার্ত্তা কইছিলেন, পা টিপে টিপে সেই ঘরের বন্ধ দরজার পাশটিতে গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ালাম। ভাসা ভাসা কয়েকটা কথা আমার কানে এল।

'তোমার ছেলে ত আমরা কেড়ে নিচ্ছি না ভাই··· আর তুমিও কোথাও যাচ্ছ না! তোমাদের দু'জনার ত সব সময়ই দেখা-শোনা হবে। তবে আর এত অমত কেন তোমার?' বুঝ্‌লাম এ মেসোমশাইর গলা।

'তা হোক, কিন্তু আমি যাগযজ্ঞ ক'রে আমার ঐ একমাত্র ছেলেকে কিছুতেই পর ক'রে দিতে পার্‌ব না। ও ত তোমাদেরই থাক্‌বে; যেদিন ওকে নিয়ে এখানে এসেছি, সেদিন থেকেই ত ও তোমাদের ঘরের হ'য়ে গেছে।'

শেষের দিকে মার গলার স্বর যেন কেমন জড়িয়ে এল, ভাল ক'রে শোনা গেল না।

এমন সময় কা'রা যেন সব সেই দিকেই আস্‌ছিল, তাই আমি তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালিয়ে গেলাম। ব্যাপারটা খুব ভাল ক'রে না বুঝ্‌লেও এটুকু বুঝেছিলাম যে—তাঁরা সব আমার সম্বন্ধেই কথা বল্‌ছিলেন।

'যাগযজ্ঞ', 'পর ক'রে দেওয়া'—ছোট ছোট কয়টা কথা সারাদিন আমার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। মনটা কেমন-কেমন কর্‌তে লাগ্‌ল। সব ভাল ক'রে জান্‌বার জন্য ভেতরে ভেতরে বেশ ব্যস্তও হ'য়ে উঠ্‌লাম। কিন্তু উপায় নেই—কা'কেই বা জিজ্ঞেস করি?

... ...

রাত্রে হঠাৎ এক সময় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল! অন্ধকার ঘর, কে যেন আমার খুব কাছেই ফুলে' ফুলে'

কাঁদ্‌ছে মনে হ'ল। প্রথমটা ত ভাল বুঝ্‌তেই পার্‌লাম না। শেষে আঁধারটা চোখে বেশ একটু একটু স'য়ে গেলে দেখ্‌লাম বিছানার একপাশে আমার মা-ই শুয়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছেন।

এই এত রাত্রে কেন যে মা অমন ক'রে কাঁদ্‌ছেন, কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। ধীরে ধীরে মার কাছে স'রে গিয়ে বস্‌লাম, ডাক্‌লাম,—'মা! মাগো!' কিন্তু মা আমার ডাকে কোন সাড়া-শব্দ দিলেন না, আগের মতই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

মার গায়ে হাত দিয়ে আবার ডাক্‌লাম,—'মা!'

মা ধীরে ধীরে বিছানার ওপর উঠে' বস্‌লেন; হঠাৎ দুই হাতে আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে কান্নাভরা সুরে ডাক্‌লেন,—'নিমাই!' এখানে আসার পর অনেক দিন মার এমন আদর পাই নি, তাই একান্ত লোভীর মতই মার বুকের কাছে আর একটু ঘেঁসে যেয়ে তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধ'রে বল্‌লাম,—'কেন মা?—'

—'নিমু!—চল বাবা, এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই—আমাদের বাড়ীতে—আমাদের সেই কুঁড়েঘরে; এ রাজপ্রাসাদে আমাদের দরকার নেই বাবা!—'

মার কথা শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম, বল্‌লাম,—'কেন মা, চ'লে যাবে কেন ?'

—'হাঁরে তোর সেখানে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে না ? সেই ছোট্ট ঘর আমাদের ; সেই খাল, বিল, নদী, মাঠ—

আমায় বুকে আঁক্‌ড়ে ধ'রে ··

সে-সব তুই কেমন ক'রে ভুল্‌লি বাবা ? সে-সব যে তোর নিজের !···'

—'সে সত্যি, কিন্তু এখানকার সবও ত খারাপ নয় মা। আর এখানকার বাড়ী কত বড়, এখানে কত

লোকজন, কত ভাল ভাল সব খেলার জিনিস! মেসো-মশাই মাসীমাও আমাদের কত ভালবাসেন! তবে কেন তুমি এসব ছেড়ে চ'লে যেতে চাইছ মা? তা' ছাড়া, আমরা চ'লে গেলে মেসোমশাই আর মাসীমা হয়ত মনে কষ্ট পাবেন—'

আমার কথা শুনে মা চুপ ক'রে রইলেন, একটি কথাও বল্‌লেন না। আমি মার হাত ধ'রে একটু নাড়া দিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'কী ভাব্‌ছ মা!'

—'কিছুই না, তুই ঘুমো!—'

ঘরের কোণ থেকে প্রদীপটা তুলে নিয়ে জ্বেলে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় প্রদীপের আলোয় তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল—মার মুখ যেন একেবারে শাদা হ'য়ে গেছে, সেখানে এক ফোঁটাও রক্ত নেই। বাকী রাতটুকু আর ঘুম হ'ল না।

ভাল ক'রে ভোর হওয়ার আগেই বিছানা ছেড়ে উঠে' পড়্‌লাম। প্রত্যেক দিন ভোরবেলা নিশীথবাবুর সঙ্গেই বেড়াতে যেতাম—কোন দিন নদীর ধারে, কোন দিন মাঠের ভেতর।...বেড়াতে বেড়াতে কত জিনিসই যে তিনি আমায় গল্প ক'রে ক'রে বল্‌তেন। কিন্তু আজ

তাঁর ঘরে না গিয়ে, ঘর থেকে বের হ'য়েই সোজা নদীর ধারে চ'লে গেলাম।

ভোরের আলো তখন সবে 'ফুটি ফুটি' কর্‌ছে। রাজ-বাড়ীর নহবৎখানায় শানাইয়ের বুকে রামকেলী বাজ্‌ছে। ঐ দূরে দিগ্‌বলয়ে, নদীর কোল ঘেঁসে রাঙা সূর্য্য জল-শয্যা ছেড়ে সবে উঠে' বস্‌ছেন! দু-একটা গাঙচিল নদীর ধারে উড়ে' উড়ে' মাছ ধ'রে বেড়াচ্ছে।—নদীর বুক হ'তে একটা ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া মনটাকে ও সেই সাথে দেহটাকে যেন জুড়িয়ে দিলে!

কেন যে মা অমনভাবে এখান থেকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ কর্‌লেন, সেই কথাটা বার বার মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল। এখানকার এই খেলনা, এত বড় বাড়ী, এত ভাল ভাল পোষাক, এত ভাল ভাল খাওয়া—এসব ছেড়ে আবার সেই ছোট খড়ের ছাওয়া ঘরখানিতে ফিরে যাব—সে-কথা ভাব্‌তেই যেন আমার মন কেমন-কেমন করতে লাগ্‌ল। মার ওপর একটু রাগও হ'ল। শুধু শুধু কষ্ট পেয়ে কী লাভ?

সেখানকার সেই মানকে গোব্‌রা! কী অসভ্য নোংরা তা'রা? দিনরাত ধূলো কাদা বালিতে খেলে'

বেড়ায়। সেখানে কি ক'রে যে অতদিন তাদের সঙ্গে হৈ হৈ ক'রে বেড়াতাম সে-কথা ভাব্‌তেও আমার আজ ভারি হাসি পেতে লাগ্‌ল।

সেই মোটা চালের ভাত আর শুধু ডাল, আর এখানে গরম গরম লুচি আর কত রকম তরকারি! রোজ রোজ বড় বড় মাছের মুড়ো!

ভাব্‌লাম দুপুরে মাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল্‌তে হবে—যাতে ও ইচ্ছা তিনি ভুলে যান।

বেশ একটু বেলা ক'রেই বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ীতে ঢুক্‌তেই একজন চাকর উদ্বিগ্ন হ'য়ে এসে জিজ্ঞেস করলে,—'কোথায় গেছিলেন দাদাবাবু? বাড়ীর সব যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন!'

আমি তার কথার কোন জবাব না দিয়ে—বরাবর ওপরে নিজের পড়ার ঘরের দিকে চ'লে গেলাম।

আমার পড়ার ঘরটা ভারি সুন্দর।

মেসোমশাইর লাইব্রেরী-ঘরের পাশের ঘরটাই আমার পড়ার ঘর হয়েছিল। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের গোলটেবিল, তার দু'পাশে দু'খানা চেয়ার—একটা আমার জন্য, অন্যটা মাষ্টার

মশাইয়ের জন্য। এক কোণে পর পর দুটো আলমারী, একটা ভর্ত্তি পাঠ্য-অপাঠ্য নানা রকম বই। তাদের সব কয়খানার গায়ে সোনার জলে আমারই নাম লেখা। আর একটায় আমার খেলার সমস্ত জিনিস—থরে থরে সাজান। এই সব ফেলে আমি কোথায় যাব ?···

যেদিকে চাই সবই যে আমার জিনিস !

পাঁচ

বাড়ীতে ফিরে আমি সোজা আমার পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম।

নিশীথবাবু দরজার দিকে পিছন ফিরে একটা চেয়ারে ব'সে সাম্‌নে ঝুঁকে প'ড়ে বোধ হয় একটা বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছিলেন। পায়ের শব্দে পিছন ফিরে চাইতেই আমার সাথে চোখোচোখি হ'য়ে গেল।

মৃদু একটুকরো অতি স্নিগ্ধ হাসিতে গালখানি ভরিয়ে তিনি বল্‌লেন,—'এই যে নিমাই—এস।'

হঠাৎ আজ সকালে তাঁকে এড়িয়ে একা একা বাইরে বেড়াতে যাওয়াটা হয়ত তত ভাল হয় নি। তিনি কি ভাব্‌লেন, এই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ভেতরে ভেতরে বেশ একটু যেন লজ্জাই লাগ্‌ছিল এবং ঘরে প্রবেশ কর্‌বার সময়ও একটু দ্বিধা লাগ্‌ছিল, কিন্তু তা' সত্ত্বেও ঘরে

প্রবেশ করতেই তিনি যখন গভীর স্নেহে হেসে আমায় ডাক দিলেন, একটু আগের 'কিন্তু' ভাবটা তখন আর রইল না।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বেশ স্নিগ্ধভাবে বললেন,—'আজ সকালে বেড়াতে যাও নি ?'

—'হ্যাঁ, গেছিলাম নদীর ধারে।'

—'বেশ।'

তারপর হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন,—'কাল রাত্রে কি ভাল ঘুম হয় নি নিমাই ?'

নিশীথবাবুর কথায় আমি বেশ একটু বিস্মিত হ'য়েই ওঁর মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—'ওকথা কেন জিজ্ঞেস করছেন মাষ্টার মশাই ?'

—'এমনি। তোমার চোখ-মুখটা যেন কেমন শুকনো-শুকনো ব'লে মনে হচ্ছে।'

তারপর পড়বার বই খুলে পড়তে আরম্ভ করলাম। কিন্তু পড়তে যেন একটুও ভাল লাগছিল না!... তখনও গত রাত্রে মার সঙ্গে যে-সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল সেগুলো, এবং পরে প্রদীপ হাতে নিয়ে মার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সময়, তাঁর মুখের শাদা চেহারা হবার

কথা কেবলই আমার মনের মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে যেতে লাগ্‌ল। পড়্‌তে গিয়ে কেবলই ভুল কর্‌তে লাগ্‌লাম।

হঠাৎ নিশীথবাবু ডাক্‌লেন,—'নিমাই!'

ডাক শুনে আমি তাঁর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলাম।

তিনি বল্‌লেন,—'আজ তোমার হ'ল কি?···দেখি! অসুখ-বিসুখ করে নি ত?'

সস্নেহে তিনি তাঁর ডান হাতখানি বাড়িয়ে আমার কপালে ছুঁইয়ে বল্‌লেন,—'কই না—শরীর ত বেশ ঠাণ্ডাই লাগ্‌ছে।'

তারপর একটু থেমে বল্‌লেন,—'তোমার কি হয়েছে নিমাই? পড়্‌তে কি আজ ভাল লাগ্‌ছে না?···তবে না হয় থাক।'

—'আচ্ছা মাষ্টার মশাই! একজনের খুব দুঃখ! এখন হঠাৎ যদি সে কোন উপায়ে সেই দুঃখটা কাটিয়ে সুখের মধ্যে এসে পড়ে, তবে তার কি করা উচিত?'

—'আগে দেখ্‌তে হবে, যে সুখটা তার কাছে হঠাৎ এল, তা' কোথা হ'তে এল, কেমন ক'রে এল! সে-সব ভেবে চিন্তে সেই সুখ গ্রহণ করা উচিত। কেননা,

এমনও ত হ'তে পারে আজকের এই সুখটার পিছনেই ঠিক এমন একটা বড় দুঃখ লুকিয়ে আছে যে,—তা' আমরা এখন দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কাল হয়ত সেটা আজকের এই হঠাৎ-পাওয়া সুখের মতই হঠাৎ বেরিয়ে আস্‌বে।

অনেক সময় আমরা বুদ্ধি ও দেখ্‌বার দোষে অনেক বড় বড় ভুল ও দোষ-ত্রুটি দেখ্‌তে পাই না।'

—'তেমন অবস্থায় আমরা কি কর্‌ব ?'

—'সেই অবস্থায়—যিনি তোমার চাইতে ভাল বোঝেন, যিনি অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, তাঁর কাছে গিয়ে শুধাবে—কি তোমার করা উচিত। তিনিই তোমায় ব'লে দেবেন,—তিনিই তোমায় পথ দেখাবেন।

আর একথাটা কখনও ভু'লো না; ভাল মন্দ মিশিয়েই সব জিনিস, কিন্তু সেই ভাল ও মন্দর থেকে—হাঁস যেমন দুধ ও জল একত্রে মিশিয়ে দিলে শুধু দুধটুকুই তুলে নেয়, তোমাকেও ঠিক তেমনিভাবে ভালটুকুই বেছে নিতে হবে।...'

নিশীথবাবু আরও বল্‌লেন,—'মানুষের সব চাইতে বড় জিনিস হচ্ছে সংযম। সংযমী না হ'লে মানুষ বড় হ'তে

পারে না এবং সংযমের সাধনাই মানুষের জীবনে বড় হবার একমাত্র মূলমন্ত্র।

সেদিন তোমায় শ্রীকৃষ্ণের কথা বল্‌ছিলাম, মনে পড়ে? যজ্ঞ-সভায় শিশুপাল যখন শ্রীকৃষ্ণকে শুধু শুধু যা'চ্ছে তাই ক'রে গালাগাল দিচ্ছিল শ্রীকৃষ্ণ কেমন হাসিমুখে—সে-সব স'য়ে যাচ্ছিলেন! তিনি ত উত্তরে একটিও কটূক্তি করেন নি! আর সেই সভাতেই তিনি যখন শত সহস্র রাজার চোখের ওপরেই চক্র দিয়ে শিশুপালকে বধ কর্‌লেন, তখন ত কেউ একটিও টু শব্দ কর্‌তে পার্‌লেন না! তার কারণ কি তাঁর সংযম নয়?...এই সংযমই ত তাঁর দেবত্ব—তাঁর মহত্ত্ব। এই সংযমের জন্যই তিনি আর দশজন মানুষের চাইতে বড়। তিনি ভগবান।...

মানুষ বড় হয় কিসে?—সংযম, দৃঢ়তা, ক্ষমা, স্নেহ, ভালবাসায়; নয় কি?—'

এই পর্য্যন্ত ব'লে নিশীথবাবু থাম্‌লেন।

কোথায় যেন একটা সন্দেহ তবু মনের মধ্যে বারে বারেই উঁকি দিয়ে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল।

দুপুরে খেতে ব'সে ভাব্‌লাম—এখানকার অন্ন-ব্যঞ্জন অতি সুস্বাদু, আর অতি লোভনীয় এখানকার আসবাব,

জিনিসপত্র, খেলার পুতুল, রং-বেরংয়ের মজাদার সব সুন্দর সুন্দর গল্পের বই। এই এত বড় বাড়ী, ঘর-দোর—এ ত সবই আমার!

না! না!—এসব ছেড়ে কোথায় যাব?—আমি যাব না!—আমি যাব না!

দুপুরবেলা মাকে খুঁজ্‌লাম; কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে দেখি, মার কাজ তখনও সারা হয় নি।

চুপ্‌টি ক'রে বিছানায় শুয়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে একসময় ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।

পরের দিন সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ল, দেখ্‌লাম বিছানা খালি,—মা নেই!—

হঠাৎ কেন যে মার শয্যার শূন্য স্থানটার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো জলে ভ'রে উঠ্‌ল।

ছয়

আরও দিন পনের পরের কথা।

একদিন ভোরবেলা বিছানা হ'তে উঠে' মনে হ'ল বাড়ীতে যেন খুব একটা বড় রকম আয়োজন লেগে গেছে।

বাড়ীর ভেতরের উঠোনে চাঁদোয়া খাটিয়ে, কত সব পূজোর দ্রব্য সাজান হয়েছে। দরজার গোড়ায় কলাগাছ পোতা হয়েছে, মাটির কলসীর ওপরে ডাব বসিয়ে সিন্দূর মাখিয়ে দিয়েছে।

শানাইয়ের মধুর আওয়াজ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে।

সবাই ব্যস্ত-সমস্ত ; চাকর-বাকর, সরকার-গোমস্তারা সব যাওয়া-আসা কর্‌ছে।

সিঁড়ির বাঁকে মাসীমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। একটা লাল টুক্‌টুকে চওড়া পেড়ে গরদের সাড়ী তিনি পরেছেন ; বোধ হয় একটু আগে স্নান করেছেন, ভিজে চুলের গোছা ঘোম্‌টার ফাঁক দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। তাঁকে

ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল সেদিন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্‌লেন,—'কি বাবা, ঘুম ভাঙ্গ্‌ল ?'

আমি মাথা হেলিয়ে জবাব দিলাম, 'হুঁ।'

নীচে এসে একজন দাসীকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'আজ এ-বাড়ীতে কি গা ?...'

সে হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে,—'ওমা তাও জান না ! আজ যে রাজাবাবু তোমায় দত্তক নেবেন গো !—'

—'দত্তক নেবেন ! তার মানে কী ?—'

—'তার মানে হ'ল, আজ হ'তে তুমি রাজাবাবুরই ছেলে হবে।'

—'রাজাবাবুর ছেলে হ'ব মানে ?—'

এমন সময় দূরে মাকে আস্‌তে দেখে সে বল্‌লে,—'ঐ যে তোমার মা আস্‌ছেন, ওঁকে শুধোও।' একথা ব'লেই দাসী আপন কাজে চ'লে গেল।

মা কাছে এগিয়ে এলেন।

মার মুখ যেন খুব শুক্‌নো ও গম্ভীর মনে হ'ল। চোখের পাতা দুটো ভারী। আমি মার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম,—'এরা সব কী বল্‌ছে মা ?'

মা অন্য দিকে চেয়ে গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—'ঠিকই

তো বলেছে। তোমার মেসোমশাই ও মাসীমার কোন ছেলে-পিলে নেই কিনা। তাই তোমাকে ওঁরা আজ হ'তে ছেলে ব'লে গ্রহণ কর্‌ছেন। আজ হ'তে ওঁরাই হবে তোমার মা ও ...'

বাকীটুকু আর মার গলা দিয়ে বের হ'ল না; তিনি ধীরপদে সেখান হ'তে চ'লে গেলেন।

আমি অবাক্ হ'য়ে মার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এমন সময় বাইরে সহসা একসঙ্গে অনেকগুলো ঢাক-ঢোল ঢুম্ ঢুম্ ক'রে তুমুল শব্দে বেজে উঠ্‌ল।

... ...

এ যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মস্ত বড় একটা স্বপ্ন দেখা। কোথা দিয়ে কেমন ক'রে যে কী হ'য়ে গেল। আজও সে-সব আমার স্পষ্ট মনে পড়ে না। সমস্ত দিন ধ'রে আমাকে নিয়ে পূজো আর মন্ত্রপড়া চল্‌ল।

মনের মধ্যে যেন কেমন বিশ্রী লাগ্‌ছিল। ইচ্ছা হচ্ছিল মার কাছে ছুটে যাই। কিন্তু আশেপাশে কোথাও মাকে দেখ্‌তে পেলাম না। বৃথাই আমার দৃষ্টি তাঁকে খুঁজে ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগ্‌ল। চেনা-অচেনা

অনেকেই আছে, শুধু আমার মা-ই নেই! সন্ধ্যাবেলা নিজের ঘরে শুতে যাব এমন সময় দাসী এসে বল্‌লে,—'রাজকুমার, আপনি আজ হ'তে অন্য ঘরে শোবেন।...'

'রাজকুমার!' কথাটা শুনে আমি চম্‌কে উঠ্‌লাম। ভাব্‌লাম, এরা ত এতদিন আমায় 'দাদাবাবু' ব'লেই ডাক্‌ত, তবে আজ হঠাৎ কেন আবার 'রাজকুমার' ব'লে ডাক্‌ছে?

দাসীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লাম,—'আমাকে রাজকুমার বল্‌ছ কেন?'

আমার কথা শুনে সে হাস্‌তে হাস্‌তে জবাব দিলে,—'আজ হ'তে যে আপনি এ বাড়ীর রাজকুমার হ'লেন।'

... ...

দোতালার একটা বড় ঘরে আমার শোয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।

প্রকাণ্ড খাটের ওপর গদী-মোড়া বিছানা। ঝালর-দেওয়া সুন্দর বালিশ। শাদা ধব্‌ধবে নেটের মশারী—হাওয়ায় দুলে দুলে উঠ্‌ছে। মাথার ওপর প্রকাণ্ড ঝাড়-লণ্ঠন—সমস্ত ঘরে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে! সমস্ত ঘরময় ধূপের মনোরম গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

দাসী আমায় ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে চ'লে গেল। প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে আমি একাকী দাঁড়িয়ে রইলাম। আর মাথার ওপর ঝাড়ের আলো ঠিক্‌রে পড়্‌তে লাগ্‌ল। এত বড় একটা ঘরে আমি একা, কেউ কোথাও নেই। কেমন যেন ভয়-ভয় কর্‌তে লাগ্‌ল।

ভীরু-দৃষ্টিতে চারদিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। ভয়ে ভয়ে এক পা এক পা ক'রে বিছানার ওপর গিয়ে উঠে' বস্‌লাম। তুলোর মত মোলায়েম বিছানা আমার চাপে ব'সে গেল।

সহসা কেন যেন আমার ভয়ানক কান্না পেতে লাগ্‌ল। বিছানার ওপর উবু হ'য়ে লুটিয়ে পড়্‌লাম। হু হু ক'রে চোখে জল এল। ফুলে' ফুলে' কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম।

কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ল, রাত তখন অনেক। একটু পরেই রাজবাড়ীর পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজ্‌ল।

বিছানা হ'তে নেমে, এক পা এক পা ক'রে দরজা খুলে বাইরে এলাম। চাঁদের আলোয় বাইরে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে আমাদের আগেকার শোয়ার ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

দরজাটা ঠেল্‌লাম, কিন্তু খুল্‌ল না, ভেতর থেকে বন্ধ। শুধু আঁধার রাত্রির বুকে কার যেন চাপা-কান্নার শব্দ কানে এসে বাজ্‌তে লাগ্‌ল।

খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ডাক্‌লাম,—'মা!...ওমা!' কিন্তু তবু দরজা খুল্‌ল না।

হঠাৎ শুন্‌তে পেলাম—দূরে একটা রাতজাগা পাখী ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে' গেল।

সাত

দত্তক নেওয়ার আসল মানে যে কি, অনেক দিন তা' ভালভাবে বুঝ্‌তে পারি নি। একজনের ছেলে যে কেমন ক'রে একেবারে অন্যের হ'য়ে যায় এবং কেমন ক'রে যে তা' যেতে পারে, আর মা-ই বা কেমন ক'রে নিজের ছেলে অন্যকে একেবারে দিয়ে দিতে পারেন, সে-সব যেন আমার কাছে একটা প্রকাণ্ড প্রহেলিকার মতই ছিল।

কিন্তু সে যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে আমার মা যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। মা আমায় আগের মত আদরও কর্‌তেন না, রাত্রে ত আলাদা বিছানায়ই শুতেন। মার সাথে দেখা-শোনাও খুব কমই হ'ত, আবার দেখা হ'লেও—মা যেন ইচ্ছা ক'রেই আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যেতেন। প্রথম প্রথম মার এই রকম ব্যবহারে আমার অত্যন্ত দুঃখ হ'ত, পরে মার ওপর অভিমানও এল। শেষটায় সেই অভিমান এত বেশী হ'ল যে, আমিও আর পারতপক্ষে মার কাছে ঘেঁস্‌তে চাইতাম না।

হয়ত দূরে মাকে আস্‌তে দেখেছি, ইচ্ছা হ'ত আগের মত ছুটে গিয়ে দু'হাতে মাকে জড়িয়ে ধরি—কিন্তু যেতাম না। চোখের কোল দুটো জ্বালা ক'রে জল ছুটে আস্‌ত। হাতের পোছায় সবার অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে নিতাম। তারপর, ছুটে অন্যদিকে পালিয়ে যেতাম।

... ...

প্রথম প্রথম একা একা এক ঘরে শুতে বড় ভয় কর্‌ত। শুতে গিয়ে অনেকক্ষণ কিছুতেই ঘুম আস্‌ত না। খুট্ ক'রে যদি কখন একটা শব্দ শুনেছি—অম্‌নি বুকের মাঝে ধ্বক্ ক'রে উঠ্‌ছে—শুয়ে শুয়েই ভয়ে ভয়ে চারদিক চেয়ে দেখেছি, কিন্তু যতক্ষণ না ঘুম এসেছে ভয় আর কাটে নি।

কতদিন এমন ভয় করেছে যে, বিছানায় শুয়েই চোখ বুজে প'ড়ে রয়েছি ; চোখ বুজে বুজে কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথা ভেবেছি, যেন কাদের দেখেছি—তা'রা দেখ্‌তে ভীষণ, ওই ছাতে গিয়ে মাথা ঠেকেছে, গা ভর্ত্তি বড় বড় বিশ্রী লোম ; আগুনের গোলার মত ইয়া-বড় বড় চোখ, যেন আমারেই দিকে চেয়ে আছে ! চোখ খুল্‌লেই তাদের সঙ্গে চোখোচোখি হ'য়ে যাবে, আর রক্ষা থাক্‌বে না !

ভয়ে সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে, পাশ ফির্‌তে পর্য্যন্ত সাহস হয় নি, যদি তাদের সঙ্গে গা ঠেকে যায়!

হঠাৎ হয়ত মাসীমা সে ঘরে এসে ঢুকেছেন;

ডেকেছেন, 'বিনু!—' আস্তে আস্তে চোখ খুলে চেয়েছি। কেননা, ইদানীং আমার নূতন নাম রাখা হয়েছিল, 'বিনয়'। কই ঘরে কেউ নেই ত!...কি সব মাথামুণ্ড ভাব্‌ছিলাম।

মাসীমা হয়ত বল্‌তেন—'কি রে ঘুমোস্‌ নি?'

আমি আস্তে আস্তে বলতাম,—'না ত।'

—'তবে অমন ক'রে চোখ বুজে প'ড়ে ছিলি যে ?'

হেসে বল্‌তাম,—'অমনি !'

কিন্তু রোজ রোজ এমনি ক'রে ভয় পেয়ে শেষটায় একদিন মাসীমাকে বল্‌লাম,—'একা ঘরে শুতে আমার বড্ড ভয় করে।'

সেই রাত থেকেই আমার ঘরে শোবার জন্য সুখদা নামে একজন দাসীকে আদেশ দেওয়া হ'ল। সে আমার ঘরের মেঝেয় শুতে লাগ্‌ল। যতক্ষণ না ঘুম আস্‌ত তার সঙ্গে গল্প কর্‌তাম। তারও নাকি দেশের বাড়ীতে আমারই বয়সী একটি ছেলে আছে। সে কেমন দেখ্‌তে —কি কি বই পড়ে, সে-সব গল্প সে কর্‌ত, আর আমি শুয়ে শুয়ে শুন্‌তাম। শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।

... ...

বাড়ীর মধ্যে দুটো লোককে আমার ভারি ভাল লাগ্‌ত,—একজন দাসী সুখদা, আর একজন আমাদের রাখাল বংশী।

বংশী জাতিতে পাহাড়ী। তার যখন নয় বছর বয়স, সেই সময় মেসোমশাই একবার শিলং বেড়াতে গিয়ে ওকে নিয়ে আসেন। সেই থেকে ও এ বাড়ীতেই আছে।

বংশীর কালো কুচ্‌কুচে রঙ—গাট্টা-গোট্টা বলিষ্ঠ চেহারা। মাথাভরা কালো কোঁকড়া কোঁকড়া বাবরীকাটা চুল—কাঁধের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গলায় একটা রূপার হাঁসুলী। চমৎকার সে বাঁশী বাজাত।

জ্যোৎস্না রাতে প্রায়ই সে দীঘির চাতলে ব'সে বাঁশী বাজাত। আরও অনেক দিন তার বাঁশী শুনেছি, কিন্তু ভাল বুঝ্‌তে পারি নি—কে বাজায়। সেদিন রাত্রে যখন শুয়ে শুয়ে সুখদার সঙ্গে গল্প কর্‌ছি—হঠাৎ সেই বাঁশীর সুর কানে এল। সুখদাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'কে বাঁশী বাজায় ?'

—'ও ত বংশী।'

—'বংশী !—সে কে ?'

—'রাজাবাবুর চাকর।'

—'কই ওকে ত কোন দিন দেখি নি !'

—'বাড়ীর বাইরেই ও থাকে। রাজাবাবুর ঘোড়া দেখে, খায় দায় আর বাঁশী বাজিয়ে বেড়ায়।'

পরের দিন রবিবার থাকায় স্কুল বন্ধ। একজন লোক দিয়ে বংশীকে ডেকে পাঠালাম।...

খানিক পরে কে ডাক্‌ল,—'রাজকুমার !—'

চেয়ে দেখি দরজার ওপর দাঁড়িয়ে উচু লম্বায় প্রায় আমারই সমান একটি ছেলে। ছেলেটি বল্‌লে,—'তুমি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?'

তার সুন্দর দেহের দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে ছিলাম।

মাথা হেলিয়ে বল্‌লাম,—'হাঁ; তোমার নাম বংশী?'

'হাঁ'—ব'লে সে দাঁত বের ক'রে হাস্‌তে লাগ্‌ল। কী সুন্দর তার হাসি!

বংশীর কালো চুলের পাশে ছিল একটা লাল কৃষ্ণচূড়া ফুলের থোবা, আর ডান বগলে একটা বাঁশের বাঁশী।

বল্‌লাম,—'তোমার বাঁশী শোনার জন্য তোমায় ডেকেছি, আমায় বাঁশী শোনাবে ?'

—'খুব !'

—'তবে আজ সন্ধ্যাবেলা আস্‌বে ত ?'

'আস্‌ব' ব'লে সে চ'লে গেল।

এর পর থেকে প্রায় রাতে সে অনেকক্ষণ ধ'রে আমায় বাঁশী শুনিয়ে যেত।

এক-একদিন বাঁশী শুন্‌তে শুন্‌তে কত রাত হ'য়ে গেছে। সুখদা এসে ডেকেছে—'রাজকুমার, শুতে চল। আর রাত কর্‌লে রাণীমা বক্‌বেন।'

বংশীকে সে-রাতের মত বিদায় দিয়ে আমি শুতে যেতাম। স্বপ্নের মধ্যেও আমার দু'কানে বাঁশীর সুর থামে নি।

আট

একদিন শুতে এসে সুখদা আমায় বল্‌লে,—'রাজকুমার, আর তুমি রাণীমাকে "মাসীমা" ব'লে ডেকো না, এবার থেকে "মা" ব'লে ডেকো, এখন উনিই ত তোমার আসল মা।'

আমি হেসে জবাব দিলাম,—'দূর! তুই একদম বোকা। উনি আমার মা হ'তে যাবেন কেন? উনি ত মাসীমা। কেন—তুই কি আমার মাকে দেখিস্‌ নি?'

—'হাঁ; আগে উনি তোমার মা-ই ছিলেন বটে, কিন্তু আজ ত আর উনি তোমার মা নেই, তোমায় যে দিয়ে দিয়েছেন!'

'দিয়ে দিয়েছেন'—কথাটা ধ্বক্‌ ক'রে আমার বুকে এসে বাজ্‌ল, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যেন কেমন হ'য়ে গেল।

কয়েক মাস আগের একটা দিনের কথা সহসা আমার মনের মাঝে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু নিজের মাকে বাদ দিয়ে আর একজনকে মা ব'লে ডাক্‌ব—এ কিছুতেই আমার মন সায় দিল না। আর কেনই বা মাসীমাকে "মা" ব'লে ডাক্‌তে যাব; কী-ই বা তার দরকার?

...কিন্তু এর পর থেকে শুধু সুখদা কেন, অনেকেই আমায় মাসীমাকে "মা" ব'লে ডাক্‌তে বল্‌তে লাগ্‌ল। এমন কি, শেষটায় মাসীমাও একদিন তাই বল্‌লেন।

সব কথা একবার মাকে খোলাখুলি জিজ্ঞেস কর্‌ব ঠিক কর্‌লাম।

একদিন রাত্রে মা শোয়ার ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। মা বল্‌লেন,—'কে রে?'

বল্‌লাম,—'আমি নিমাই।'

দরজা খুলে গেল। মাও আমায় বুকের মাঝে টেনে নিলেন। আজ কতদিন পরে মাকে কাছে পেয়ে আমার চোখ জলে ভ'রে গেল। কতক্ষণ এইভাবে থাকার পর মা আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌লেন, তারপর ডাক্‌লেন,—'নিমাই!'

—'মা, চল এখান থেকে আমরা পালিয়ে যাই।'

—'তা আর আজ হয় না বাবা, তোমাকে আজ আমি অন্যের হাতে বিলিয়ে দিয়েছি।—'

—'কিন্তু হয় না কেন মা? কেন তুমি আমায় ওঁদের দিয়ে দিলে মা?—আমি ত তাঁদের হ'ব না, কিছুতেই হ'ব না—তা' তুমি দেখে নিও মা!—'

আমার মাথায় চুলে হাত বুলাতে বুলাতে আস্তে আস্তে মা বল্‌লেন,—'তোরই ভালর জন্য আমি তোকে দিয়েছি বাবা। লেখাপড়া শিখে বড় হ'বি, সকলে কত ভাল বল্‌বে।'

—'এখানে থেকে আমি ভালও হ'তে চাই না, বড়ও হ'তে চাই না। আমাদের সেখানে—সেই হরিণগাঁয়ে—ফিরে চল মা। সেখানে গিয়ে আমি বড় হ'ব, ভালও হ'ব।'

—'কিন্তু তোর মা যে বড় গরীব বাবা, তোকে পড়াবার টাকা কোথায় পাব ?'

—'আচ্ছা তুমি মাসীমার কাছ থেকে অনেক টাকা চেয়ে নাও না কেন ? তাঁর ত কত টাকা ! পরে আমি বড় হ'লে সব আবার শোধ ক'রে দিও।'

—'শুধু শুধু উনি আমাদের টাকা দেবেন কেন ?'

—'বাঃ রে ! বোনকে বোন টাকা দেবে—এ বুঝি শুধু শুধু ! আমার ছোট বোনকে আমি টাকা দেব না ?'

—'সবাই কি বোনদের টাকা দেয় ?—দেয় না।'

—'তুমি চেয়ে দে'খো না কেন একদিন। বেশ, আমিই না হয় কাল মাসীমার কাছে চাইব ; আমায় ত তিনি খুব ভালবাসেন—নিশ্চয়ই দেবেন, দেখে নিও।'

—'ছিঃ বাবা, কারও কাছে কখনও কিছু চাইতে নেই। ভগবান তা'তে অসন্তুষ্ট হন।'

তারপর একথা সে-কথার পর বল্‌লাম,—'তাই ব'লে মাসীমাকে আমি কিছুতেই "মা" ব'লে ডাকৃতে পারব না।'

—'মাসীমা আর মা—এর মধ্যে তফাৎ ত কিছু নেই বাবা; মার বয়সী সকলকে মা বলা যেতে পারে। তুমি ত তাঁকে মাসীমা ব'লেই ডাক, এখন হ'তে সেই মাসীমার "মাসী" বাদ দিয়ে শুধু "মা" ব'লে ডেকো। আর কারও মনে কখনও কষ্ট দিতে নেই। তুমি যদি তাঁকে মা ব'লে না ডাক, তবে তিনি তোমার ওপর কত অসন্তুষ্ট হবেন। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন, আর তুমি তাঁকে মা বল্‌তে পার্‌বে না?'

—'আচ্ছা সে না হয় দেখা যাবে। কিন্তু তাই ব'লে তুমি কিন্তু আমার সত্যিকারেরই মা! আর উনি আমার মিথ্যেকারের মা।'

আমার কথায় মা হেসে ফেল্‌লেন, বল্‌লেন,—'ওরে পাগল, মা আবার কখন সত্যিকারের আর মিথ্যেকারের হ'তে পারে রে? মা মা-ই—আর কিছু নয়।'

—'তুমি কিন্তু আর আমার কাছ থেকে পালিয়ে

পালিয়ে বেড়াতে পার্‌বে না। তা' হ'লে আমি ভারি রাগ কর্‌ব। মাঝে মাঝে কেন তুমি এমন দুষ্টু মা হও বলত ?'

মা আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না। হঠাৎ আমার হাতে এক ফোঁটা গরম জল পড়্‌তেই চম্‌কে উঠ্‌লাম ; বল্‌লাম,—'একি মা, তুমি কাঁদ্‌ছ ?'

মা জবাব দিলেন,—'না বাবা, কাঁদি নি ত !'

—'আজ আর ওপরে শুতে যাব না মা, আজ এখানে তোমার কাছেই শুয়ে থাক্‌ব। কতদিন তোমার কাছটিতে —তোমার গলা জড়িয়ে শুই নি বলত ?'...

সে-রাতে আর ওপরে গেলাম না। মার গলা জড়িয়ে তাঁর বিছানাতেই শুয়ে—অনেক দিন পরে পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম। কিন্তু আশ্চর্য্য—পরের দিন ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙ্গ্‌ল—চেয়ে দেখি আমি আমার ঘরে আমার রোজকার বিছানায়ই শুয়ে আছি !

গত রাত্রের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে—সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নীচে নেমে—পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম।

নয়

এর পর থেকে মা যেন আবার আস্তে আস্তে আগের মতই হ'য়ে যেতে লাগ্‌লেন। তবে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম,—দিনের বেলা তত যেন তিনি আমার কাছে ঘেঁস্‌তেন না, কিন্তু রাত্রে দেখা হ'লেই আমায় আগের মতই আদর ক'রে বুকে টেনে নিতেন। সেই রাত্রের পর হ'তে প্রায়ই আমি রাত্রে মার ঘরে গিয়ে শুতাম। সেদিনও অনেক রাত্রে সকলে ঘুমিয়ে পড়্‌লে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে নিজের ঘর থেকে বের হ'য়ে নীচের সিঁড়ির দিকে যাচ্ছি—হঠাৎ পেছন থেকে মাসীমার গলা শুনে থম্‌কে দাঁড়ালাম।

মাসীমা গম্ভীরস্বরে ডাক্‌লেন—'বিনয়—'

মাসীমার এত গম্ভীর গলা এর আগে আর কখনও শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না।

হাঁ, বল্‌তে ভুলে গেছি—মার সঙ্গে কথা হওয়ার দিন থেকে আমি মাসীমাকে 'মা' ব'লেই ডাক্‌তে আরম্ভ

করেছিলাম। মাসীমাও তা'তে আমার ওপর বেশ খুশী হয়েছিলেন। মাসীমা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন,—'এত রাত্রে কোথায় চলেছ ? শুতে যাও।'

আমি আবার এক পা এক পা ক'রে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম। সুখদা ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, মাসীমা ঘরে ঢুকে তাকে ঘুম থেকে তুলে আচ্ছা ক'রে ব'কে গেলেন—কেন সে আমার দিকে নজর রাখে না ইত্যাদি। আর, যাবার সময় আমায় ঘুমোতে ব'লে গেলেন।

আজও আমার মনে আছে—সেই সারাটা রাতই আমি শুধু 'মা মা' ক'রে কেঁদেছিলাম।

পরের দিন বিকালের দিকে স্কুল থেকে ফিরে, খেয়ে দেয়ে খেল্‌তে বেরুচ্ছি হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে দাঁড়ালাম। মা বল্‌লেন,—'নিমাই, শোন।'

'কী মা ?'—ব'লে আমি এগিয়ে গেলাম।

—'তুই আর যখন-তখন আমার কাছে যাস্ না বাবা ! আমি ত সব সময়ই তোর কাছে কাছে আছি। তবে কেন আমার কাছে যাবার জন্য অত ব্যস্ত হ'স্ বাবা ?'

সেদিন বুঝি নি, কিন্তু পরে বুঝেছিলাম কত দুঃখে—কত মনঃকষ্টে মা আমার—ঐ কথা ক'টি বলেছিলেন !

ব্যাকুল মন আমার সর্ব্বদাই মার কাছে ছুটে যাবার জন্য ছট্‌ফট্ করত—কিন্তু যেতাম না। কত সময় একা একা ব'সে কেঁদেছি। দূর হ'তে মাকে দেখেছি, কিন্তু কাছে যেতে পাই নি। যাবার উপায় নেই!

মাকে এইভাবে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য আমি এ বাড়ীর কাউকেই আর ভাল চোখে দেখ্‌তাম না। ওরা যেমন আমাকে মার কাছে যেতে দিত না, আমিও তেমন ওদের কাছে ঘেঁস্‌তাম না।

একদিন মাসীমা আমার এই ছাড়া-ছাড়া ভাব দেখে জিজ্ঞেস কর্‌লেন,—'তোমার মন কী ভাল নেই বিনু?'

—'কেন মা, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছেন কেন?'

—'না এমনি, তুমি সব সময়ই গম্ভীর হ'য়ে বেড়াও—'

—'ও অমনি!...ছুটির দিন—সারাদিন বাড়ীতে ভাল লাগে না।'

—'বেশ ত, পুরীতে আমাদের একটা বাড়ী আছে, ওঁর সঙ্গে সেইখানেই গিয়ে দিনকতক ঘুরে এস না!'

পরের দিন থেকেই আমাদের পুরী যাওয়ার সব আয়োজন হ'তে লাগ্‌ল, কিন্তু যতই যাবার দিন এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, মনও যেন ততই বেশী খারাপ লাগ্‌তে

লাগ্‌ল। এখানে থাকতে তবু মাকে দিনের মধ্যে অনেকবার দেখ্‌তে পেতাম, কিন্তু এখান থেকে চ'লে গেলে তাও ত দেখ্‌তে পাব না।...

রাত্রে বিছানায় শুয়ে এই সব কথা ভাব্‌ছিলাম, হঠাৎ পায়ের শব্দে চেয়ে দেখি—মা।

'একি মা তুমি!'—ব'লেই উঠে' বস্‌লাম।

'তোর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে বাবা?'—ব'লে মা আমাকে বুকের ওপর টেনে নিলেন।

আমি মার বুকে মাথা রেখে, মাথাটা বুকে ঘস্‌তে ঘস্‌তে জবাব দিলাম,—'কে বল্‌লে?'

—'তোর মাসীমা বল্‌ছিল, তাই সব পুরী, না কোথায় যাচ্ছিস্‌।'

—'না, অমনিই বেড়াতে যাচ্ছি!'

মা স্নেহ-ভরে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। কতক্ষণ লোভীর মত মার আদর ভোগ কর্‌লাম। হঠাৎ মা ব্যস্ত হ'য়ে বল্‌লেন,—'এবার ঘুমো বাবা, রাত অনেক হ'ল।'

আমি দু'হাতে মার গলাটা জড়িয়ে' ধ'রে আব্দারের সুরে বল্‌লাম,—'আর একটুখানি থাক না মা!'

'না বাবা, তা' হয় না। তোর মাসীমা জানতে পারলে হয়ত বকবেন। আমি এখন যাই।'—ব'লে মা চ'লে গেলেন। আমার দুই চোখ ছাপিয়ে জল এল।

হঠাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বংশীর বাঁশীর স্বর কানে এসে বাজ্‌ল। আমি ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে খোলা জান্‌লাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশে প্রকাণ্ড থালার মত চাঁদ উঠেছে। নীল আকাশের বুক ভ'রে যেন আলোর ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

সুখদা এসে ঘরে ঢুক্‌ল। আমায় তখনও জেগে থাকতে দেখে সে বল্‌লে,—'এখনও ঘুমাও নি রাজকুমার?'

আমি বল্‌লাম,—'না। আমার জন্য ও-ঘর থেকে একটা গল্পের বই নিয়ে এস ত সুখদা।'

সুখদা বল্‌লে,—'আমি ত লেখাপড়া কিছুই জানি না রাজকুমার!—কোন্ বই আন্‌ব?'

তাকে ব'লে দিলাম, কোথা থেকে কোন্ বইটা আন্‌তে হবে। সে কথামত বই এনে আমার হাতে দিল। আমি আলোর কাছে গিয়ে বইটা খুলে বস্‌লাম।

দশ

দেখ্‌তে দেখ্‌তে পুরীযাত্রার দিন এগিয়ে এল। বাড়ীর সকলেই—এমন কি নিশীথবাবুও আমাদের সঙ্গে যাবেন ঠিক্‌ হয়েছিল। শুধু যাবেন না মা। আগের দিন হ'তেই চাকর-বাকরেরা সব জিনিস-পত্র বাঁধা-ছাঁদা কর্‌ছিল। কিন্তু আমার মন কেমন যেন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌ছিল।

প্রথমে খুব ছোটবেলায় মার মুখে এবং এখানে আসার পর নিশীথবাবুর মুখে সব দেশ-বিদেশের বিচিত্র গল্প শুনে কত দিন ভেবেছি,—আমি যখন খুব বড় হ'ব, তখন শুধু নানান্‌ দেশে ঘুরে বেড়াব।...

আগ্রার তাজমহল, পুরীর সমুদ্র, দিল্লীর পুরাতন রাজাদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ, ঘুমের মাঝে আমায় কত দিন হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।...

কত দিন জেগে জেগেই, আমি যমুনার কালো জলে

তাজের ছায়া কাঁপ্‌তে দেখেছি, জ্যোৎস্না রাতে তাজের মর্ম্মর-সোপান-তলে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়েছি! আজ সেই পুরী, সেই নীল সমুদ্রে আমায় ডাক্‌ছে! এতদিন সেই স্বপ্নের মাঝে পাশে পাশে ছিল আমার মা-মণি,—আর আজ?…

ভাল লাগে না—আমার কিছুই ভাল লাগে না। পড়ার ঘরের খোলা জান্‌লাটা দিয়ে সূর্য্যালোক ভেসে আস্‌ছিল, আমি বাইরের ফুলের বাগানের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। প্রজাপতির দল রামধনু-আঁকা পাখা মেলে ফুলে ফুলে মধু আহরণে ব্যস্ত। আহা! ওরা কত সুখী, আমি যদি হ'তাম ওই রঙ্গীন প্রজাপতি! ওই চাঁপা-গাছের চাঁপাফুল!…

মাষ্টার মশাইয়ের মুখে শোনা রবিঠাকুরের সেই কবিতাটা মনে পড়্‌ল,—

'আমি যদি দুষ্টুমি ক'রে
চাঁপার গাছে চাঁপা হ'য়ে ফুটি,
ভোরের-বেলা মাগো ডালের পরে
কচি পাতায় করি লুটোপুটি।
তবে তুমি আমার কাছে হারো,
তখন কি মা চিন্‌তে আমায় পারো?'

… … …

হঠাৎ সুখদা এসে ডাক্‌ল,—'রাজকুমার !'

—'কি ?'

—'আপনার কি কি বাক্সে ভর্‌তে হবে, দেখিয়ে দিয়ে যান,—রাণীমা বল্‌লেন।'

—'যা ! যা ! আমি জানি না।'

তাকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু পরে মাসীমা নিজেই এলেন, অতএব এবারে যেতেই হ'ল।

সদর-দুয়ারে পাল্‌কী এসে দাঁড়িয়ে আছে।...

মার সঙ্গে একবার দেখা কর্‌ব ব'লে কত খুঁজ্‌লাম, কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না।

ওদিকে বাইরে থেকে ঘন ঘন ডাক আস্‌ছিল।

চোখের জল চাপ্‌তে চাপ্‌তে পাল্‌কীতে গিয়ে উঠে' বস্‌লাম। পাল্‌কীর খোলা কবাট দিয়ে ওপরের দিকে চাইতেই হঠাৎ নজরে পড়্‌ল, দোতলায় আমাদের আগেকার শোয়ার ঘরের জান্‌লার শিক্‌টা দুই হাতে চেপে ধ'রে মা আমার দাঁড়িয়ে আছেন।

যতক্ষণ দেখা যায়, পাল্‌কীর খোলা কবাট দিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে মাকে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

শেষে এক সময় সে-দৃশ্যটাও মিলিয়ে গেল।

ইচ্ছা হচ্ছিল এক লাফে পাল্‌কী হ'তে নীচে প'ড়ে এক দৌড়ে গিয়ে মাকে আমার দুটি হাত দিয়ে আঁক্‌ড়ে ধরি।

... ...

পুরীতে সর্ব্বত্রই নীলের খেলা—নীলের মেলা। নীল—ওপরের আকাশ! নীল—সমুদ্রের অথৈ জল! আকাশের নীলরঙ মিশে গেছে নীচের নীল জলধির সাথে! ঐ দূরে দূরে বড় বড় ঢেউ—একটার গায়ে একটা ভেঙ্গে পড়্‌ছে, শাদা জলের ফেনা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়্‌ছে!

স্বর্গদ্বারের ধারেই—ঠিক সমুদ্রের কোল ঘেঁসেই আমাদের বাড়ী।...

সকালে আর সাঁঝে মাষ্টার মশাইয়ের হাত ধ'রে সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি। বালুর ওপর হেঁটে হেঁটে সমুদ্রের ধারে ধারে ঝিনুক কুড়িয়ে বেড়াই।

গভীর রাত্রে ঘুমের ঘোরে শুন্‌তে পাই দূরাগত অশ্রান্ত সমুদ্রের চাপা গর্জ্জন—গম্‌-গম্‌-গম্‌!

মনে হ'ত—এ বুঝি সেই রূপকথার বন্দী দৈত্যটা—আজিও যার মুক্তি মিল্‌ল না!...

পুরীর বাড়ীতেও একা একাই একটা ঘরে শুতে হ'ত, অবিশ্যি ঘরের মেঝে ঘুমিয়ে থাকৃত সুখদা।

যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়্‌ত, তখন আমার চোখে কটুও ঘুম আস্‌ত না। বিছানায় একা শুয়ে শুয়ে বলই মনে হয়েছে আমার মায়ের কথা। পা টিপে পে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াতাম।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তাম—রাতের আঁধারে সমুদ্রের ালো কালো ঢেউয়ের দল শাদা ফেনার মুকুট মাথায় াঁটে ছুটোছুটি ক'রে ফির্‌ছে।

তখন বার বারই মার কথা মনে হ'ত। আমি, ওই রের আকাশের একটি ছোট্ট তারার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাব্‌তাম আমার মায়ের কথা ; আর বল্‌তাম,—'ওগো নীল আকাশের ঘুম-হারা ছোট্ট তারা, তুমি কি আমার মায়ের খবর জান ? আকাশের বাতায়নে ব'সে তুমি কি তাঁকে দেখ্‌তে পাও ?

সেই রাজপুরীতে ব'সে মা কি আমার জন্য কেবলই কাঁদেন ? তাঁকে তুমি ব'লো যে আমি ভাল আছি।'

... ...

সে-রাত্রে হঠাৎ স্বপ্নে মাকে দেখে ঘুমটা টুটে' গেল। ঘুম ভাঙ্গ্‌তেই মনে হ'ল আমি যেন দেখেছি মা আমার পাশটিতে ব'সে বল্‌ছেন,—'নিমু, কেমন আছিস্‌ বাবা ?'

পায়ে পায়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম।...

আকাশের বুকে আজ যেন চাঁদের আলোর বান জেগেছে—আর সেই চাঁদের আলোয় নীল সমুদ্রের বুকে জেগেছে রূপালী স্বপন !

আকাশের একটি মাত্র চাঁদ কোটি কোটি হ'য়ে সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে !

হঠাৎ একটা গানের সুর কানে ভেসে এল,—

'খোকার লাগি তুমি মাগো
অনেক রাতে যদি জাগো
তারা হ'য়ে বল্‌ব তোমায় "ঘুমো" ;
তুই ঘুমিয়ে পড়্‌লে পরে
জ্যোৎস্না হ'য়ে ঢুক্‌ব ঘরে,
চোখে তোমার খেয়ে যাব চুমো।'

এযে মাষ্টার মশাইয়ের গলা ! হাঁ, সত্যিই তাই। চাঁদের আলোয় বারান্দায় একটি চেয়ারে ব'সে গুণ্-গুণ্ ক'রে মাষ্টার মশাই গান কর্‌ছেন। ধীরে ধীরে এক পা এক পা ক'রে, তাঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ দুটো কখন যে জলে ভ'রে গেছে, টেরও পাই নি।

হঠাৎ মাষ্টার মশাইয়ের ডাকে চম্‌কে চাইতেই দেখি,

ধের ওপর দুটি হাত রেখে, সস্নেহে তিনি আমায়
ক্‌ছেন,—'নিমাই !'

আমি দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লাম।

তিনি আমার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বল্‌লেন,
—'দুঃখ-কষ্টকে সইতে পারাই ত মানুষের পরিচয়।
ঃখ যতই তীব্র ও দুঃসহ হোক্ না কেন,—ভেঙ্গে পড়্‌লে
চ চল্‌বে না, নিমাই ! হাসিমুখে সাহস-ভরে জীবন-পথে
এগিয়ে চল। দেখ্‌বে সব একদিন স'য়ে যাবে।'

এগার

দীর্ঘ এক মাস পরে পুরী থেকে ফিরে এলাম। মাকে একবারও না দেখ্‌তে পেয়ে এতদিন আমার কী ভাবেই না কেটেছে! আজ আর কারও কথা শুন্‌ব না ভেবে—প্রথমেই এক ছুটে মার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম।

দরজাটা খোলা—ঘরটা যেন হা-হা কর্‌ছে!...মা নেই। ঘরের প্রত্যেক জিনিসপত্র যেখানকার যেমন ঠিক তেমনই আছে, শুধু মা-ই নেই। ডাক্‌লাম,—'মা! ওমা! মাগো!'

শুধু প্রতিধ্বনি ফিরে এল—নাই! নাই! নাই!

আমার দু' চোখ ফেটে জল এল।

ছুটে সুখদার কাছে গেলাম; গিয়ে ব্যাকুলভাবে বল্‌লাম,—'সুখদা, আমার মা,—আমার মা কই?'

সে কোন জবাব দিলে না, মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল।

একে একে বাড়ীর প্রায় সকলকেই জিজ্ঞেস কর্‌লাম, কিন্তু কেউই কোন জবাব দিল না, চুপ ক'রে রইল।

ছুটে মাসীমার ঘরে গেলাম। আজ আর তাঁকে 'মা' ব'লে কিছুতেই ডাক্‌তে পার্‌লাম না, অনেকদিন পরে
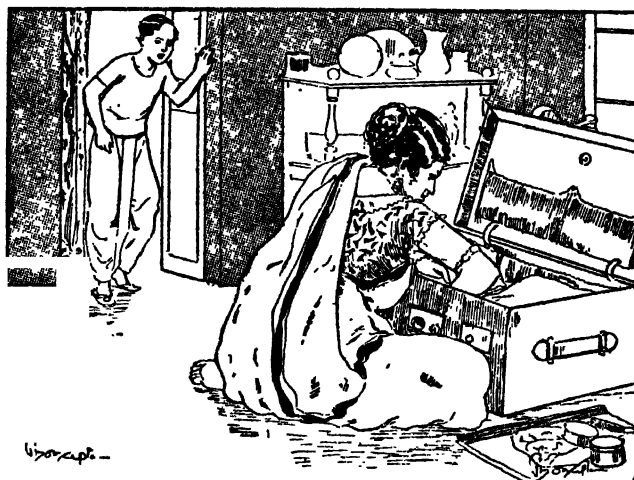
আবার মাসীমা ব'লে ডেকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম,—'মাসীমা, আমার মা কোথায় ?'

একটা বাক্সের ডালা খুলে তিনি যেন কি খুঁজ্‌ছিলেন ; আমার কথা শুনে মুখ না তুলেই অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন,—'তোমার মা এখান থেকে চ'লে গেছে।'

মাসীমার সেই একটুখানি জবাব পেয়ে আমার অবস্থা যে কেমন হয়েছিল বল্‌তে পারি না। আমি যেন চারদিক্ অন্ধকার দেখ্‌লাম ; মাসীমাকে আবার জিজ্ঞেস কর্‌লাম, —'মা চ'লে গেছেন ?—কোথায় ?'

'জানি না।'—ব'লে তিনি আপন মনে আবার নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগ্‌লেন।

আমি খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর হ'তে বেরিয়ে সোজা আমার শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। সমস্ত দিনে একটি বারের জন্যও ঘর হ'তে বের হ'লাম না। চাকর ভাত খেতে ডাকৃতে এসেছিল, তাকে গালাগালি দিয়ে তাড়িয়ে দিলাম।

বিকালের দিকে ধীরে ধীরে উঠে' পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লাম। টেবিলের ওপর একটা বই পড়েছিল, আনমনে সেই বইটা হাতে নিয়ে তার পাতা উল্টাতে উল্টাতে, হঠাৎ একটা চিঠি হাতে ঠেকুল। তার ওপরে লেখা রয়েছে—

"নিরাপৎ দীর্ঘজীবেষু—
নিমাই, বাবা আমার !"

এ কি ! এযে আমারই মার হাতের লেখা ! কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে চিঠিটা খুলে ফেল্‌লাম। তা'তে লেখা ছিল—

"নিমাই, বাবা আমার !

আজ শুধু তোমার ভালর জন্যই তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি। এসে আমায় না দেখে হয়ত মনে খুব কষ্ট হবে, হয়ত কাঁদ্‌বে। কিন্তু কেঁদো না। আমি যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার কাছ থেকে বেশী দূরে যাব না। ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা ক'রো ; আর কাহারও মনে কখনও কোন কষ্ট দিও না, তা' হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে। ইতি—

—তোমার শুভার্থিনী মা।"

ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দু'চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে প'ড়ে চিঠিটা ভিজিয়ে দিল।...

মাগো ! কেন আমায় এখানে একাকী ফেলে গেলে ? কেন আমায় তোমার সঙ্গে নিলে না মা ? তোমায় ছেড়ে একা একা কেমন ক'রে এখানে আমি থাক্‌ব ?...

গভীর রাত্রে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। নিকষ কালো অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী একাকার হ'য়ে গেছে। শুধু ওই দূর আকাশের গায়ে হেথা হোথা দু'একটা নক্ষত্র আগুনের ফুল্‌কীর মত জ্বল্‌-জ্বল্‌ ক'রে জ্বল্‌ছে। মাঝে মাঝে রাতের হাওয়া চুপি চুপি আসা-যাওয়া কর্‌ছে।

মা যে ঘরে শুতেন সেই ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কোথায় যেন একটা বিড়ালের বাচ্চা মিউ-মিউ ক'রে বোধ হয় তার মাকে খুঁজে ফির্‌ছিল।

দরজাটা ঠেলে অন্ধকার ঘরের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম। মনে মনে বল্‌লাম,—আমায় এখানে একা ফেলে কোথায় গেলে মা! কতদিন যে তোমায় একটি বারও দেখি নি।

মেঝের ওপর শুয়ে কত কাঁদ্‌লাম। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোধ হয় এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ বাঁশীর সুরে ঘুমটা ছুটে গেল। বংশী যেন কোথায় ব'সে বাঁশী বাজাচ্ছে। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে দালানে চ'লে গেলাম। মনে হ'ল দীঘির পার হ'তেই যেন সুর ভেসে আস্‌ছে। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে দীঘির ধারে গেলাম। সব চাইতে নীচেকার ধাপে, যেখানে দীঘির জল এসে তাকে ডুবিয়ে দিয়েছে সেইখানটিতে—জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে ব'সে বংশীই আপন মনে বাঁশী বাজাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম তার পাশে।

সে এত গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁশী বাজাচ্ছিল যে, প্রথমটা আমার এখানে আসা সে টেরই পায় নি। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তার বাঁশী বাজান শুন্‌তে লাগ্‌লাম। কী করুণ আর মধুর তার বাঁশীর আওয়াজ!

চারদিক্‌কার আকাশ-বাতাসও যেন নীরবে কান পেতে তার বাঁশীর স্বর শুন্‌ছে !

অনেকক্ষণ বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে সে যখন থাম্‌ল, আমি তখন মৃদুকণ্ঠে ডাক্‌লাম,—'বংশী !'

সে চম্‌কে উঠে' মুখ তুলে পিছন পানে তাকিয়ে বল্‌লে,—'একি ! রাজকুমার !'

'হাঁ ভাই, আমি।'—ব'লে আমি ধীরে ধীরে তার পাশটিতে বস্‌লাম।

আমার ওরূপ ব্যবহারে সে যেন বেশ একটু বিস্মিতই হয়েছে—মনে হ'ল। বাঁ হাতটা তুলে তার কাঁধের ওপর রাখ্‌লাম। হঠাৎ দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধ'রে ফুলে' ফুলে' কেঁদে উঠ্‌লাম, বল্‌লাম,—'বংশী, আমার মা ?'...

সে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ কেঁদে, কতকটা সুস্থ হ'লাম। বংশী বল্‌লে,—'ঘরে চল রাজকুমার !'

আমি তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে, দোলা দিতে দিতে বল্‌লাম,—'দেখ বংশী, আমার একটা কথা শুন্‌বি ?—'

আমার মুখের পানে চেয়ে সে বল্‌লে,—'কী ?'

—'এবার থেকে আমায় তুই আর "রাজকুমার" ব'লে ডাকিস্ না, "নিমাই" ব'লে ডাকিস্—কেমন, বুঝ্লি ?'

সে যেন আমার কথাটা ভাল ভাবে বুঝ্তেই পারে নি এম্নি ভাবে অনেকক্ষণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে আমার মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল; তারপর, আবার কি ভেবে আমায় ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে বল্লে,—'ঘরে চল।'

তারপর ছু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে' আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলাম।

বার

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও একটা মাস কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কেটে গেল।

মা ব'লে গেছিলেন ভালভাবে পড়াশুনা কর্‌তে, তাই দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময়ই পড়ার বই নিয়ে কাটাবার চেষ্টা কর্‌তাম—কিন্তু পার্‌তাম না। পড়্‌তে পড়্‌তে হঠাৎ যে কখন আনমনা হ'য়ে খোলা জান্‌লা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তাম কিংবা ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমাদের হরিণগাঁয়ের ছোট কুঁড়েঘরটির দরজায় গিয়ে হাজির হ'তাম! হঠাৎ যখন খেয়াল ভাঙ্গ্‌ত —চেয়ে দেখ্‌তাম, বই যেমন খোলা তেমনই রয়েছে, একটি লাইনও পড়া হয় নি। আবার বইয়ের অক্ষরের দিকে মন দিতাম।

দিন-রাত এইভাবে মার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে শরীর আমার দিন দিনই ভেঙ্গে পড়্‌ছিল। একদিন শোবার ঘরের আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি নিজেই চম্‌কে উঠ্‌লাম,—ইস্‌ কী ভয়ানক রোগা হ'য়ে গেছি!

খাওয়া, খেলা, বেড়ান কিছুই যেন আর তেমন ভাল লাগ্‌ত না।…

এমনি ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুর্গাপূজো এসে গেল। নাটমন্দিরে কারিগর প্রতিমায় রং চড়াতে লাগ্‌ল। সেদিন মন্দিরের ধারে একটা টুলে ব'সে ব'সে প্রতিমায় রং দেওয়া দেখ্‌ছিলাম, এমন সময় একজন ভিখারী এসে খঞ্জনী বাজিয়ে গান ধর্‌লে,—

'দশ দিশি আলো ক'রে
উমা আমার, আয় মা ঘরে।—'

… … …

ভারি মিষ্টি গলাটি তার। গান শেষ হ'লে, আমি তাকে বল্‌লাম,—'আর একটা গান গাও-না ভাই।'

সে অল্প একটু হেসে আবার গান ধর্‌লে,—

'ওমা কোলের ছেলে ধূলো ঝেড়ে
তুলে নে কোলে,……'

গানের সুরের সাথে সাথে আমার সমস্ত প্রাণ-মন যেন হু হু ক'রে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আজ প্রায় দুই মাস হ'য়ে গেল তবু ত মা এলেন না!—মাগো! কোথায় তুমি?

ভিখারী তখন গাইছিল,—

'সারা দিন যা ক'রে খেলা
ফিরেছি এই সাঁঝের বেলা……'

তার গান শেষ হ'লে তাকে বস্‌তে ব'লে ভেতরে চ'লে গেলাম। বাক্স থেকে একটা টাকা এনে তার হাতে দিলাম। সে দু'হাত তুলে আমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌লে,—'রাজা হও বাবা!—'

আমার চোখের কোলে জল ভ'রে এল। হায়রে, আর যে আমি রাজা হ'তে চাই না। রাজা হওয়ার সাধ আমার মিটেছে, আর এ রাজপুরীর মোহও আমার কেটে গেছে; এখন চাই শুধু আমার সেই হারিয়ে-যাওয়া মাকে আর সেই ফেলে-আসা হরিণগাঁর ছোট্ট কুঁড়েঘরখানি—যেখানে একদিন মার মুখে গল্পের রাজকুমার আর পক্ষিরাজ ঘোড়ার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে দাওয়ায় চাঁদের আলোয় মার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়্‌তাম।

তের

এম্‌নি ক'রে দেখ্‌তে দেখ্‌তে পূজোর দিন ঘনিয়ে এল। ঢাকের বাদ্যে চারদিক্‌ গম্‌-গম্‌ ক'রে উঠ্‌ল। মাটির মা তো এলেন, কিন্তু আমার রক্ত-মাংসের মা কি আস্‌বেন না ? তাঁর কি আজও আসার সময় হ'ল না ?

পূজোর দিনে আমাদের অতিথিশালায় কত দূর দেশ থেকে হেঁটে হেঁটে কতই না লোক এসেছিল। তাদের মাঝে গিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম—যদি তা'রা আমার মায়ের কথা বল্‌তে পারে। তা'রা কতজন হয়ত আমার মার পাশ দিয়েই হেঁটে এসেছে, হয়ত তাঁর সঙ্গে কথাও বলেছে। মা কি তাদের কাছে আমার কথা কিছু ব'লে দেন নি ?—ছোট্ট একটা কথা, 'কেমন আছ' কিংবা 'সুখে থেকো'—এমনি কিছু।

পূজোর তিন দিন বাড়ীতে যাত্রা-গান হ'ত বরাবরই। এবারও বিদেশ থেকে যাত্রার দল এসেছিল। সুখদার কাছে শুন্‌লাম—আজ নাকি 'বিজয়-বসন্ত' পালা হবে।

মার মুখে একদিন বিজয়-বসন্তের গল্প শুনেছিলাম, তাই বেশ একটু আগ্রহের সহিত গিয়ে গান শুন্‌তে বস্‌লাম।

... ...

নিষ্ঠুর রাজা বিজয়-বসন্তের মাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছোট ভাইটি কেঁদে কেঁদে দাদাকে শুধাচ্ছে,—

'ও দাদা বল বল,
আমাব দুঃখিনী মা কোথায় গেল!—'

ওগো তোমরা বল আমার মাও ত হারিয়ে গেছে, তাঁকেও ত খুঁজে পাচ্ছি না! তাঁকে কি আর পাব না?

... ...

আগের দিন থেকেই শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল —জ্বর-জ্বর-ভাব। মাথাটাও বেশ ভার-ভার লাগ্‌ছিল। সারা রাত ধ'রে যাত্রা হ'ল। যখন যাত্রা ভাঙ্‌ল, তখন আর হেঁটে ঘরে যেতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা হ'ল না, সেইখানে মাটিতে সতরঞ্চের ওপরই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লাম।...হঠাৎ সুখদার ডাকে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সুখদা বল্‌ছিল,—'একি! রাজকুমার, তুমি এইখানে শুয়ে! আর আমরা সারাটা বাড়ী তোমায় খুঁজে মর্‌ছি। ...উঃ! একি, গা যে তোমার জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গো!'

সে আমায় বুকের ওপর তুলে নিল। সমস্ত শরীর তখন আমার যেন জ্বলে যাচ্ছে। চোখের পাতা খোলা যায় না—জ্বালা করে। হাত পা গায়ে অসহ্য বেদনা, মাথাটাও যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। সুখদা কোলে ক'রে নিয়ে আমায় বিছানায় শুয়ে দিলে।···একটু পরেই যেন কা'র মুখে সংবাদ পেয়ে মাসীমা এসে আমার ঘরে ঢুকে বল্‌লেন, —'হাঁরে সুখদা, বিনুর নাকি অসুখ করেছে?'

আমার গায়ে হাত দিয়েই তিনি বল্‌লেন,—'উঃ গা যেন পুড়ে যাচ্ছে, শীগ্‌গির কর্ত্তাবাবুকে ডেকে আন্‌ তো।'

সুখদা কর্ত্তাবাবুকে ডাক্‌তে নীচে ছুটে গেল।

··· ··· ···

তারপর আর ভাল ক'রে সব আমার মনে পড়ে না। যখন জ্ঞান হ'ল চেয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে একটা আলো জ্বল্‌ছে, আমার চার পাশে সব ওষুদের শিশি। মাথার কাছে মাসীমা ব'সে, এক ধারে ব'সে কর্ত্তাবাবুও।

আমায় চোখ মেল্‌তে দেখে মাসীমা উদ্বিগ্নভাবে আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়্‌লেন; তারপর আকুল-স্বরে জিজ্ঞেস করলেন,—'কেমন আছিস্‌ বাবা বিনু!'

··· ··· ···

আর একদিন মনে হ'ল, কর্ত্তাবাবু যেন মাসীমাকে বল্‌ছেন,—'পরের ছেলেকে জোর ক'রে কোন দিনও আপন করা যায় না। পরকে আপন কর্‌তে হ'লে তাকে সময় দিতে হয়।...ওর মাকে এভাবে ওর কাছ থেকে জোর ক'রে দূরে সরিয়ে দিয়েই তুমি এম্‌নি কর্‌লে। ছেলেটা ভেবে ভেবেই এম্‌নি ক'রে শুকিয়ে গেল।......'

আর একদিনের কথা। মনে হ'ল মাসীমাই যেন কা'কে বল্‌ছেন,—'ডাক্তার কী বল্‌লে?'

উত্তর হ'ল,—'এখন ওকে ভাল ক'রে তুল্‌তে হ'লে ওর মাকে নিয়ে আসা ভিন্ন আর উপায় নেই।'

'তবে তাই কর—ওর মাকে এনে দাও। বাছা আমার আগে ত বেঁচেই উঠুক।'—মাসীমা ব্যগ্রভাবে বল্‌লেন।

... ...

তার পর হঠাৎ একদিন যেন আমার অত্যন্ত পরিচিত একটা গলার আওয়াজ কানে ভেসে এল—

'নিমাই—নিমু! বাবা আমার!'

এযে আমারই মার কণ্ঠস্বর! তবে কি আমার মা-ই আবার ফিরে এলেন! ফিরে এসেছ মা? তোমার নিমাইকে দেখ্‌তে আবার ফিরে এলে কী? ভয়ে ভয়ে

ধীরে চোখ খুললাম ; দেখলাম এক যোড়া জলভরা চোখ আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চেয়ে আছে।...

—'মা! মাগো! সত্যিই তুমি এলে মা?'

—'হাঁ বাবা, এই যে আমি এসেছি।'

—'এবার আমি শীগ্‌গিরই ভাল হ'য়ে উঠ্‌ব।...এত তোমাকে ডাক্‌তাম, তুমি কোথায় ছিলে মা?'

শীর্ণ হাত দুটি তুলে মার গলা জড়িয়ে ধ'রে তাঁর বুকে মুখটা গুঁজে আদরের সুরে ডাক্‌লাম,—'মা, মা! মাগো!'

—শেষ—